ইউনিট
১৪

# ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব ও পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা

## ভূমিকা

১৯৪০ সালের ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলিম জনগোষ্ঠীর স্বাধীনতা, আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার এবং সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠায় সাম্প্রদায়িক চিন্তাপ্রসূত একটি উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক প্রস্তাব। লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হলেও দীর্ঘ ২৪ বছর পর শোষণ ও বঞ্চনার কাঠামো ছিন্ন করে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে। বর্তমান ইউনিটে নিম্নোক্ত পাঠগুলো আলোচনা করা হলো :


পাঠ-১ : লাহোর প্রস্তাবের পটভূমি ও বিষয়বস্তু।
পাঠ-২ : ১৯৪৭ সালের ভারতীয় স্বাধীনতা আইন ও পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা।

# পাঠ-১ : লাহোর প্রস্তাবের পটভূমি ও প্রস্তাবনা

## উদ্দেশ্য

**এই পাঠ শেষে আপনি –**

- লাহোর প্রস্তাবের পটভূমি ও প্রস্তাবনা সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

### লাহোর প্রস্তাবের পটভূমি

হাজার বছরের ঐতিহাসিক ঘটনাক্রম পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, এ জনপদ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক অঞ্চলে বিভক্ত ছিল। এ জনপদ বিদেশী বিভিন্ন শাসক যেমন– পাল বংশ, সেন বংশ, তুর্কি বংশোদ্ভূত সুলতান, মোঘল ও ইংরেজ দ্বারা বিভিন্ন সময়ে শাসিত হয়েছে।

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনকালে ভারতবর্ষে শিক্ষা প্রসারের পাশাপাশি পাশ্চাত্যের আধুনিক রাষ্ট্রীয় চিন্তা ও দর্শনের প্রসার ঘটেছে। এর প্রভাবে জনগণের মধ্যে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও জাতীয়তাবোধের সঞ্চার ঘটে। জনগণের স্বকীয় চিন্তা ও স্বাতন্ত্র্য বোধ জাতীয়তাবোধকে আরো গভীর করে তোলে। তবে দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য এই যে, শুরু থেকেই জাতীয়তাবোধের এ চেতনা সাম্প্রদায়িক চিন্তাচেতনা দ্বারা কলুষিত হয় যার পরিণতিতে ১৯৪০ সালে মুসলিম লীগ লাহোর প্রস্তাব উত্থাপন করে।

এ প্রস্তাবের মাধ্যমে মুসলিম লীগ ভারতবর্ষে মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র রাষ্ট্র সৃষ্টির দাবি করে। ভারতের রাজনীতিতে মুসলমান সম্প্রদায়ের এই অবস্থান একদিনে সৃষ্টি হয়নি। এটি ছিল ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের ফল। ব্রিটিশ শাসনাধীনে হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের অসম বিকাশ, চাকরিতে হিন্দু-মুসলমান প্রতিদ্বন্দ্বিতা, হিন্দু ও মুসলমান পুনর্জাগরণ, ইসলামি সংস্কার আন্দোলন, ব্রিটিশের 'ভাগ কর ও শাসন কর' নীতি ইত্যাদি উপমহাদেশে সাম্প্রদায়িক চিন্তা চেতনাকে জাগিয়ে তোলে। উত্তর ভারতে স্যার সৈয়দ আহমদ খান (১৮১৭-১৮৯৮)-এর আলীগড় আন্দোলন, নবাব আব্দুল লতিফ (১৮২৮-১৮৯৩) ও সৈয়দ আমির আলী (১৮৮৯-১৮২৮)-এর মুসলিম স্বাতন্ত্র্যবাদী ধ্যানধারণা, ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ ও বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন, ১৯০৬ সালে লিখিত ভারত মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা, ১৯০৯ সাল থেকে মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা, কংগ্রেসের (১৮৮৫) একটি অংশের রক্ষণশীল ও নেতিবাচক মনোভাব এবং কংগ্রেসের প্রতি অধিকাংশ মুসলমানের সন্দেহ ও অবিশ্বাস মুসলমানদের রাজনীতিতে স্বাতন্ত্র্যবাদী ধারাকে এগিয়ে নেয়। এতে সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি এই স্বাতন্ত্র্যবাদী ধারাকে আরও প্রবল করে। ১৯১৬ সালের লক্ষ্ণৌ চুক্তিভিত্তিক হিন্দু-মুসলিম সমঝোতা খুব একটা কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারেনি। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন বহাল থাকা পর্যন্ত তা সম্ভবও ছিল না। খিলাফত-অসহযোগ আন্দোলন (১৯২০-২২), ১৯২৮ সালে 'নেহেরু রিপোর্ট' এবং ১৯২৯ সালে জিন্নাহর 'চৌদ্দ দফা' ছিল হিন্দু-মুসলমান দ্বন্দ্ব নিরসনের নিষ্ফল প্রচেষ্টা। এমনি পটভূমিতে আসে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন।

ভারতের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দাবির পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৩৫ সালে ভারত শাসন আইন প্রণয়ন করা হলেও তা ভারতের হিন্দু ও মুসলমানদের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে ব্যর্থ হয়। ফলে উভয় সম্প্রদায় উক্ত আইনটিকে প্রত্যাখ্যান করে। কিন্তু তবুও উক্ত আইনের ধারা বলে ১৯৩৭ সালে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত নির্বাচনে মুসলিম লীগ উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করতে ব্যর্থ হয়। অন্যদিকে নির্বাচনে জয়লাভ করে ভারতীয় কংগ্রেস এককভাবেই ভারতের ১১টি প্রদেশের মধ্যে ৭টিতে মন্ত্রিসভা গঠন করে। হিন্দুপ্রধান কংগ্রেসশাসিত প্রদেশে মুসলমানদের মধ্যে দ্রুত বিচ্ছিন্নতাবোধ জন্ম নিতে থাকে। মুসলমানরা এই সমস্ত প্রদেশে তাদের প্রতি নির্যাতন ও বৈষম্যমূলক আচরণের অভিযোগ আনে। এ পটভূমিতে ১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ লাহোরে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক যে প্রস্তাব উত্থাপন করেন তা ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব উত্থাপন করেন এবং তা গৃহীত হয়।

## লাহোর প্রস্তাব না

১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ লাহোরে নিখিল ভারত মুসলিম-লীগের বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে শাসনতান্ত্রিক ও সাম্প্রদায়িক সংকট মোকাবিলা এবং ভারতের মুসলমানদের ভবিষ্যৎ নির্ধারণের উদ্দেশ্যে শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক যে প্রস্তাব উত্থাপন করেন তা-ই ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব নামে খ্যাত।

লাহোর প্রস্তাবে বলা হয় যে, 'নিখিল ভারত মুসলিম লীগের এ অধিবেশনে তারা এমন ধারণা অভিব্যক্ত করেন যে, ভারতে কোন শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনা কার্যকর করা যাবে না, বা মুসলমানদের নিকট গ্রহণযোগ্য হবে না, যদি না তা নিম্নলিখিত মূলনীতির ওপর গঠন করা হয়। যথা–

ক. ভৌগোলিক অবস্থান অনুযায়ী সংলগ্ন স্থানসমূহকে অঞ্চল হিসেবে চিহ্নিত করতে হবে।

খ. এসব অঞ্চল এমনভাবে গঠন করতে হবে যাতে ভারতের উত্তর-পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের জন্য স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহ গঠন করা যায়।

গ. এসব স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহের 'ইউনিট' বা অঙ্গরাজ্যগুলো হবে 'স্বায়ত্তশাসিত ও সার্বভৌম'।

প্রস্তাবে আরও বলা হয় যে, "সকল অঞ্চলের সংখ্যালঘুদের ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অন্যান্য অধিকার ও স্বার্থ রক্ষার জন্য তাদের সঙ্গে পরামর্শক্রমে শাসনতন্ত্রে পর্যাপ্ত কার্যকরী ও বাধ্যতামূলক বিধান রাখতে হবে।"

লাহোর প্রস্তাবের মূল কথাই ছিল মুসলিম স্বাতন্ত্র্য, তাদের আলাদা রাষ্ট্রসমূহ গঠন।

তবে মূল লাহোর প্রস্তাব সংশোধন করে 'একাধিক স্বাধীন রাষ্ট্রের' দাবির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করা হয়। ১৯৪৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জিন্নাহ্ সর্বপ্রথম ঘোষণা করেন যে, মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলগুলো নিয়ে 'একটি মুসলিম রাষ্ট্র' গঠিত হবে। ১৯৪৬ সালে দিল্লিতে আইন সভার মুসলিম লীগ সদস্যদের এক বিশেষ কনভেনশনে, 'একাধিক স্বাধীনতা রাষ্ট্রসমূহ কথাটি সংশোধন করে 'একটি স্বাধীন স্বার্বভৌম রাষ্ট্র' গঠনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। কিন্তু বাংলার মুসলিম লীগ নেতা আবুল হাশিম এর সমালোচনা করেন এবং বলেন, "অন্য একটি রাষ্ট্রের প্রায় এক হাজার মাইল ভূ-ভাগ দ্বারা বিচ্ছিন্ন দুটি অঞ্চল নিয়ে কখনও একটি রাষ্ট্র গঠিত হতে পারে না"। মি: জিন্নাহ্ বলেন, টাইপের ভুলে লাহোর প্রস্তাবে 'State' শব্দটির সাথে 's' অক্ষরটি যুক্ত হয়েছিল। তবে লাহোর প্রস্তাব পরীক্ষা করে দেখা যায়, বার বার States শব্দটি ব্যবহৃত হয়। এভাবেই পূর্ব পরিকল্পিত ও ষড়যন্ত্রমূলকভাবে লাহোর প্রস্তাব সংশোধনপূর্বক এককেন্দ্রিক পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠন করা হয়।

## সারসংক্ষেপ

লাহোর প্রস্তাবের মূল বক্তব্য ছিল উপমহাদেশে একাধিক স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র গঠন। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রটি সৃষ্টির মাধ্যমে এর খণ্ডিত বাস্তবায়ন ঘটে। ১৯৭১-র স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে লাহোর প্রস্তাবের মূল সাম্প্রাদায়িক চেতনা প্রত্যাখ্যান করে পূর্ববাংলার জনগণ ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বাস্তবায়ন করেন। যার প্রতিফলন ১৯৭২-এর বাংলাদেশ সংবিধান ঘটে।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন

### (ক) নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

**সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন**

১. ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব কখন গৃহীত হয়-

(ক) ১৯৪১ সালের মে মাসে (খ) ১৯২৪ সালের মার্চ মাসে

(গ) ১৯৪০ সালের মার্চ মাসে (ঘ) ১৯১৬ সালের জুন মাসে

২. মুসলিম লীগের সম্মেলনে লাহোর প্রস্তাব উত্থাপন করেন?

(ক) শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক (খ) মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ্

(গ) আব্দুল হাশিম (ঘ) হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী

### (খ) সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. লাহোর প্রস্তাব কি?

### (গ) রচনামূলক প্রশ্ন

১. লাহোর প্রস্তাবের পটভূমি সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।

২. লাহোর প্রস্তাবের মূল প্রস্তাবনা ব্যাখ্যা করুন।

### (ক) উত্তরমালা

১। (গ), ২। (ক)

# পাঠ-২ : ১৯৪৭ সালের ভারতীয় স্বাধীনতা আইন ও পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা

## উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- ১৯৪৭ সালের ভারতীয় স্বাধীনতা আইনের বৈশিষ্ট্য লিখতে পারবেন

### ১৯৪৭ সালের ভারতীয় স্বাধীনতা আইন

ভারতের রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক সংকট দূর করার লক্ষে ১৯৪৭ সালের ৩ জুন ব্রিটিশ সরকার ভারত বিভাগ পরিকল্পনা গ্রহণ করে। উক্ত পরিকল্পনা মোতাবেক ১৯৪৭ সালের ১৮ জুলাই ব্রিটিশ পার্লামেন্ট কর্তৃক ভারত স্বাধীনতা আইন পাস করা হয়। ভারত স্বাধীনতা আইনের বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নে উলেখ করা হলো–

(১) এ আইন অনুযায়ী ভারতকে বিভক্ত করে ভারতীয় ইউনিয়ন ও পাকিস্তান নামে দুটি রাষ্ট্র (ডোমিনিয়ন) সৃষ্টি করা হয়।

(২) এ আইনের ফলে ভারতবর্ষের উপর থেকে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটে এবং ভারত সম্রাট উপাধি লোপ পায়।

(৩) ভারত ও পাকিস্তানের গণপরিষদ নিজ নিজ দেশের জন্য সংবিধান রচনা করার ক্ষমতা লাভ করে।

(৪) রাষ্ট্র দুটি ব্রিটিশ কমনওয়েলথভুক্ত থাকবে কি না নিজ নিজ দেশের গণপরিষদ তা নির্ধারণ করবে।

(৫) এ আইন অনুযায়ী দেশিয় রাজ্যগুলোর ওপর হতে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটে। তারা ইচ্ছা করলে স্বাধীন থাকতে পারবে অথবা পাকিস্তান বা ভারতের সঙ্গে যোগ দিতে পারবে।

(৬) এই আইনে উল্লেখ করা হয় যে, নতুন সংবিধান রচিত ও প্রবর্তিত না হওয়া পর্যন্ত উভয় রাষ্ট্রকে নিম্নোক্ত বিধানগুলো মেনে চলতে হবে।

  (ক) নিজ নিজ রাষ্ট্রের (ডোমিনিয়নের) মন্ত্রিপরিষদের পরামর্শক্রমে ব্রিটিশরাজ গভর্নর জেনারেল নিয়োগ করবেন।

  (খ) মন্ত্রিসভার পরামর্শক্রমে গভর্নর জেনারেল প্রাদেশিক গভর্নর নিয়োগ করবেন।

  (গ) এ আইন অনুযায়ী গভর্নর জেনারেল ও গভর্নরের স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা, বিচারবুদ্ধিজনিত ক্ষমতা এবং বিশেষ দায়িত্বের অবসান ঘটবে।

  (ঘ) ব্রিটিশ পার্লামেন্টের আইনের সঙ্গে সংগতি নেই এই অজুহাতে রাষ্ট্র দুটির কোনো আইন নাকচ করা যাবে না।

১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীনতা আইন উপমহাদেশের এক ঐতিহাসিক ঘটনা। এ আইন ব্রিটিশ ভারতে রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক সংকটের অবসান ঘটায়।

## সারসংক্ষেপ

১৯৪৭ সালের ভারতীয় স্বাধীনতা আইনের কাঠামো ও নীতিমালার ভিত্তিতেই ভারত ও পাকিস্তান স্বাধীন হয়। পরবর্তী পাকিস্তান এই আইনের মধ্যদিয়েই জন্ম লাভ করে।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন

### (ক) নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

**সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন**

**(ক) শুদ্ধ উত্তরটি লিখুন**

১। ভারতীয় উপমহাদেশে বৃটিশ শাসনের অবসান ঘটে

(ক) ১৯৪৭ সালে (খ) ১৯৪৫ সালে

(গ) ১৯৪২ সালে (ঘ) ১৯৪৬ সালে

### (খ) রচনামূলক প্রশ্ন

১। ১৯৪৭ সালের ভারতীয় স্বাধীনতা আইনের বৈশিষ্ট্যগুলো বর্ণনা করুন।

### (ক) উত্তরমালা

১। (ক)।